চা খান ও তাঁর ছবি

উত্তম দাশ

চা খানের বয়স ষাট বছর পূর্ণ হলো। এ নিয়ে কোন উৎসব বা জনসমাবেশ হয় নি, বন্ধুজনেরা হাল্কা কিছু শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে হয়তো। কিন্তু স্বভাবে লাজুক এই শিল্পী-মানুষটি কিছুই হয় নি এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর সংগ্রামী দিনগুলির দিকে। জীবনসংগ্রাম শব্দদুটিতে এত বেনোজল ঢুকেছে, এ দিয়ে আর কিছু বোঝানো যায় না। কিন্তু জীবনটাই যে একটা সংগ্রাম, এই দার্শনিক প্রতীতিটি যে সত্য সেটা কারো কারো জীবন লক্ষ্য করলে বেশ টের করা যায়। খাদ্য আর সামান্য কিছু পানীয় সংগ্রহের জন্য তণ বয়স থেকেই চাকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ভেতরে আর একটি দাহ ছিল, যা না থাকলে জীবন থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তিনি যা অর্জন করেছেন তাতেই তাঁর মধ্যবিত্ত সুখ বজায় থাকত। কিন্তু দুটো ক্ষুধা সমান্তরাল ছিল তাঁর জীবনে, একটা জৈবিক দেহধারণের ক্ষুধা অন্যটি জীবনের অর্থ খোঁজা শৈল্পিক ক্ষুধা। জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই একটি অন্যটির পরিপূরক হয়ে উঠেছে। যার অর্থ জীবন-যাপন ও শিল্প-জীবিকা দুটি বাহু মেলে বেষ্টন করেছিল তাঁর অবস্থান।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান চা। সামান্য কিছু স্কুল-কলেজি শিক্ষা আর অশিক্ষিত-পটুত্বের ছবি আঁকার হাত নিয়ে তিনি জীবনের পথে এসে দাঁড়ালেন। সিনেমার হোর্ডিং, চলচিচত্রের পরিচয়লিপি এসব অর্থকারী শিল্পনবিশী উপার্জনের ধাপ পেরিয়ে একদিন তিনি এসে পড়লেন কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের জগতে। বই-র কভার আর পাঠ্য বই-র ভেতরের ছবি এঁকে জীবন ধারণের উপযোগ তৈরি করতে তাঁর বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু এটাই তাঁর জীবনের বাঁক। বই-র প্রচ্ছদ আঁকতে আঁকতে তিনি প্রবেশ করলেন কবিতা আর গল্প-উপন্যাসের অন্তরজগতে। কবিতাই তাঁকে আকর্ষণ করল বেশি। কারণ হয়তো এই যে কবিতার রহস্যময় ভূমিতে তাঁর চোখে ধৃত হচ্ছিল কিছু রূপের জগৎ, অধরা কিন্তু শিল্পমানসে রূপময়। এই রূপময় জগৎ ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে তাঁর সামনে। সংসার চালানোর অর্থ যোগায় এ-সব বই-র প্রচ্ছদ, সেই সঙ্গে এইসব কবিতার বই তাঁকে ক্রমাগত নিমজ্জিত করেছে কবিতার প্রেমে। এই প্রেম থেকে চা পরিচিত-অপরিচিত, নামী-অনামী কবির কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন বিনা পারিশ্রমিকে। হয়তো কবিরাও তাঁকে দিয়েছেন কিছু প্রতিনিয়ত কবিতার মধ্যে থাকতে থাকতে, কবিতাই উস্‌কে দিয়েছে তাঁর শিল্প-চেতনা। তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনাসমৃদ্ধ জগতের দরজা এভাবেই হয়তো খুলে গিয়েছিল একদিন।

তণ বিত্তহীন কবিদের কাব্যগ্রন্থের সস্তা প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে চা নিজস্ব এক ঘরানা আবিষ্কার করে ফেললেন। একটা এক বা দুই রঙের ড্রয়িং তার সঙ্গে কবি ও কাব্যগ্রন্থের নাম। চার নামলিপি খুব শক্তিশালী নয় কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ। রেখাচিত্রে আর গ্রন্থ-কবি-নামলিপিতে অন্তহীন-বৈচিত্র্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। দুই থেকে তিন হাজার প্রচ্ছদ করেছেন তিনি। এ সবের জন্য এত ড্রয়িং তাঁকে করতে হয়েছে, মনে হয় পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর মৌলিক শিল্পচর্চায় যা ছিল অব্যর্থরূপে তাঁর সহায়ক।

কবিতার বইর প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা, অর্থকরী ছবি আঁকার বাইরে চার নিজস্ব ছবির জগৎকে বিপুল পরিমাণে সাহায্য করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। এবং তিনি যে ক্রমাগত মৌলিক ছবির দিকে ঝুঁকলেন, তার পেছনেও অবচেতনায় কাজ করেছে বিভিন্ন কবির কাব্যভাবনা এবং কবিতায় বিন্যস্ত নানা রূপকল্প। এর একটা প্রচ্ছন্ন প্রমাণ আছে তাঁর ছবিতে। যে কোন মহৎ ছবিতে কবিতার রহস্যময়তা ও আবেগ জড়িয়ে থাকে। চার বিখ্যাত সব ছবিতেই কবিতার এই দ্বৈতরূপ সুপ্রকাশ।

চার ছবির শক্তিশালী অংশ এর ড্রয়িং। রেখার বিন্যাস, সূক্ষ্ম গতিময়তার সঙ্গে চিন্তাস্রোতের আবেগময়তায় তাঁর ড্রয়িং জীবন্ত। এ ছাড়া জ্যামিতিক দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলা এক বিশেষ বিজ্ঞাননিষ্ঠায় স্থাপিত করেছে তাঁর ড্রয়িং। কিন্তু এ সবই হচ্ছে বহিরঙ্গের নৈপুণ্য, অন্তরঙ্গে তাঁর ড্রয়িং-এ রয়েছে তাঁর বিচিত্রমুখী ভাবনার অন্তস্রোত। কখনো বৃত্তাকার, কখনো উপবৃত্ত াকার। কখনো সমকোণে, কখনো বা সমান্তরাল রেখার সব বিন্যাসে তাঁর গহন ভাবনাগুলো একটা শৃঙ্খালয় ধরা পড়ে। ড্রয়িং-এ চা সমান দক্ষতায় পেন্সিল, ডটপেন, স্কেচপেন এবং তুলি ব্যবহার করেছেন। রেখার সূক্ষ্ম সুষমার সঙ্গে, স মোটা রেখার বিন্যাস, তুলির সংযত মৃদু চাপ ভাবনায় অন্তর্লীন প্রকোষ্ঠগুলোকে যেন খুলে দিয়েছে।

শক্তিশালী ড্রয়িং ও তার বৈচিত্র্যের জন্য চা যখন ছবিতে রঙ চাপান, তখন তা ক্লান্তিকর বা গতানুগতিক হতে পারে না। ছবির নিজস্ব অবয়ব ছাপিয়ে যায় না রঙ, জ্যামিতিক পরিমিতিতে সংহত হয়ে থাকে ছবি। কল্পনার বহুমাত্রিক স্তর রঙের বৈচিত্র্যে নিজেদের মেলে ধরতে চায়।

চার ছবিতে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার কম। অয়েলেই হোক বা জলরঙ কি টেম্পোরা, সর্বত্রই রঙের চাপা ব্যবহার, রঙের ওপর রঙ চেপে এমন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে যে মনে হয় চা খুবই রোমান্টিক ও স্বপ্নিল। কিন্তু তাঁর ছবিতে কল্পনার বিস্তার যতই থ াক আমার কখনো মনে হয়নি সেগুলো রোমান্টিক। বরং এমন চাপা এক বুদ্ধিবৃত্তি তাঁর ছবিকে ঘিরে রাখে যে মনে হয় তিনি চিন্তার এমন সব স্রোতকে তাঁর ছবিতে বিন্যস্ত করেছেন যেগুলি একই সঙ্গে চেতন ও অবচেতন মনের সমন্বয়ে গঠিত। চেতন মনের সঙ্গে অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব নেই কিন্তু দুই চিন্তাস্রোতের ওলট-পালট তাঁর ছবিকে একাধারে রহস্যময় ও বহুমা ত্রিক করে তোলে। ড্রয়িং-এর জ্যামিতিক বিন্যাস থেকেই তাঁর চিন্তার স্রোতগুলো ধরা দিত মনে। একারণেও তাঁর ছবিতে ড্রয়িং-এর গুত্ব এত বেশি। চিন্তার এমন সব স্রোতকে চা খান তাঁর ছবিতে বিন্যস্ত করেছেন যেগুলি একই সঙ্গে চেতন আর অবচেতনে মনের সমন্বয়ে গঠিত ঃ

চার ছবিতে প্রকৃতির উপস্থিতি কম। রঙের ধূসর বিন্যাস কোন কোন ছবির অন্তঃস্পন্দনে প্রকৃতির বিষণ্ণতা আভাসিত কিন্তু সব মিলিয়ে প্রকৃতি তাঁর ছবিতে অবহেলিত। এ নিয়ে আক্ষেপের কিছু নেই একারণে যে, শিল্পী তাঁর অবস্থান থেকেই গড়ে তোলেন তাঁর শিল্প-জগৎ। চা মূলত অন্তর্মুখী, প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক তাঁর অধিকতর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র। নারী তাঁর ছবির মূল কেন্দ্র। কখনো পূর্ণ অবয়বে তাকে ধরা যায় না। অবয়ব গড়তে গড়তে জ্যামিতিক রেখাচিত্রে সে অবয়ব ভেঙে পড়ে, কখনো রেখার ভিন্নমুখী কৌণিক অবস্থান থেকে নারী শরীরের প্রত্যঙ্গগুলো জেগে উঠতে থাকে। শরীর যে এক রহস্যের আকর চা তা ভালো বোঝেন। কিন্তু শরীরকে অবয়বে এনে নয়, রেনেশাঁস বা রেফাইল অথবা পিকাশোর কিউবিক পদ্ধতিতেও নয় আধুনিক কম্পিউটারের মধ্যে মতো রেখার জোড়ন বা ভাঙনে তিনি নারী শরীরের নানা অবস্থ ানকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। এভাবে নারী শরীর তিনি ভেঙেছেন গড়েছেন তীব্র রহস্যময়তায়। আগেই বলেছি চার ছবিতে পূর্ণাবয়ব মূর্তি নেই। রেখায় কি রঙে অথবা বৃত্তে বা কৌণিক বিন্যাস থেকে নারী শরীরের অন্তর্মুখ পরিক্রমা চলতে থাকে তাঁর। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে বিচিত্র কৌণিক গঠনে তিনি বুঝে নিতে চান তার শরীর ও মন। তাঁর ছবিতে নারী হয় প্রেমিকা নয় জননী। স্তনের এমন সব গঠন চিত্রে তুলে ধরেন, যা অনেক সময় স্তনবৃত্তের স্ফীতি ও পরিপূর্ণ ভান্ডের মতো গোলাকৃতি গঠন, বুঝতে ভুল হবার নয় মাতৃত্ব এ জাতীয় শরীরকে পরিপূর্ণতা ও তৃপ্তি দিয়েছে। অন্যদিকে নারী যখন প্রেমিকা, তার অবয়বে রেখার সূক্ষ্মতা, সে ছবি শুধু রেখার বিন্যাসে বা রঙের বৈচিত্র্যে ঘনত্ব পায়, সর্বত্রই পেলব, তন্বী ও ব্রক্ষ্মকমল হাতে নিয়ে জন্মান্তরের ওপার থেকে উঠে আসা এক প্রেমিকার মূর্তি ক্যানভাস জুড়ে থাকে। প্রেমের যন্ত্রণার চেয়ে স্নিগ্ধতাই তাঁর ছবিতে প্রকাশিত। বোঝা যায় নারী তাঁর দৃষ্টিতে যন্ত্রণার উৎস নয়, প্রেরণা ও প্রশান্তিতে রূপময়।

চার ছবি তীব্র গতিময়। গতিময়, কিন্তু নাটকীয় নয়। রেখার বিন্যাস থেকে এই গতির শু। রঙিন ছবিতেও এমনভাবে জ্যা মিতিক প্যাটার্ন ব্যবহৃত যে, কখনো রেখার বৃত্তময় ঘূর্ণন থেকে, কখনো বা উপবৃত্তের অজস্র সমন্বয় বা বিরোধ থেকে উপজাত হয় গতি। সে গতি এত দৃশ্যময় ও স্পন্দিত যে বারে বারে মনে হয় ক্যানভাসের পরিকাঠামো থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে ছবিটি। এভাবেই চা খানের ছবি জীবনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। কিংবা বলা যায় চা এমনি করেই জীবনকে প্রকাশ করেন তাঁর ছবিতে, জীবনের ছবিতে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com